ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ মনের কথা বলেই দিলেন কঙ্গনা, অতঃপর যে জবাব দিলেন সালমান

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে সাফল্যের মন্ত্র ▶▶ ফাঁস করলেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯২ ● কলকাতা ● ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

এথিক্স কমিটির নজরে

মহুয়ার বিদেশ সফর, অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূল সাংসদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টাকার বদলে প্রশ্ন ইস্যুতে বিপদ বাড়ছে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের। মহুয়া মৈত্রকে ৩১ অক্টোবর (মঙ্গলবার) কমিটির সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে এবং এই সময়ে তিনি তার ব্যাখ্যা কমিটির সামনে পেশ করতে পারবেন। সূত্রের খবর, শুধু তলব করা নয়, মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এথিক্স কমিটি।মহুয়ার বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাই। বিজেপি সাংসদ অভিযোগ করেছেন যে এখনও পর্যন্ত লোকসভায় তোলা মহুয়া মৈত্রের ৬১টি প্রশ্নের মধ্যে ৫০টি 'ইআদানি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। যার বিনিময়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মহুয়া ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলেই দাবি করেন বিজেপি সাংসদ।

কমিটির প্রথম বৈঠকের পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে তদন্তের কাজ।

সূত্রের খবর, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে 'ক্যাশ ফর কোয়েরি' মামলায় টিএমসি সাংসদের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের খবর, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে গুরুত্বপূর্ণ

এরপর ৩ পাতায়

মোদির 'বিকশিত ভারতে' আপত্তি নির্বাচন কমিশনের,

ভোটমুখী ৫ রাজ্যে বন্ধ যাত্রা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মস্তিষ্কপ্রসূত 'বিকশিত ভারত' যাত্রায় আপত্তি জানাল নির্বাচন কমিশন। ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে ওই যাত্রা করা যাবে না। কেন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল কমিশন।একই সঙ্গে কমিশনের নির্দেশ, এই যাত্রার জন্য 'জেলা রথ পরিচালক' হিসাবে সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। অর্থাত ঘুরপথে কেন্দ্র যে ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে প্রচারের ছক কষেছিল, সেটা করা গেল না। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য মেনে নিয়েছে কেন্দ্রও।আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' করার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র।

যা চলবে আগামী বছরের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের যাবতীয় প্রকল্পের প্রচার করা। সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুফল তুলে ধরা। মূলত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং তারপর লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে এই যাত্রার দিনক্ষণ স্থির করেছিল মোদি সরকার। কিন্তু বাদ সাধল নির্বাচন কমিশন।

আসলে ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে কেন্দ্র সরকারের এই বিকশিত যাত্রায় আপত্তি জানিয়েছিল কংগ্রেস। হাত শিবিরের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্র ঘুরপথে ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের অভিযোগ পেয়ে কমিশন ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' বন্ধ করার নির্দেশ দিল কমিশন। ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবাকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছে, ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যাত্রা করা চলবে না।

জ্যোতিপ্রিয়র পর ইডি-র নজরে কারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতি নিয়ে শোরগোল। গত বছর পার্থ আর ২০২৩ এ জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালু। বৃহস্পতিবার ভোরে রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে হানা দেয় ইডি ।রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় প্রথমে ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান, আর তার সূত্র ধরেই এদিন গ্রেফতার করা হল রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তবে এই দুইয়েই কী শেষ? একেবারেই নয়। ইডি সূত্রে খবর তাদের নজরে এবার জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন। গোয়েন্দাদের নজরে একসময় ছাত্র পরিষদের এক নেতা যিনি বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পদাধিকারী। ইডির সন্দেহের তালিকায় সেই তরুণ। ২১ ঘন্টা টানা তল্লাশি ও জিজ্ঞাবাদের পর ইডির হাতে গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয়।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মন্ত্রীর সল্টলেকের বি সি ব্লকের বাড়িতে ঢোকেন ইডির তদন্তকারী অফিসারেরা। তার BC 245, 244 বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন। টানা জিজ্ঞাসাবাদ ও ম্যারাথন তল্লাশি চলে। ঘড়ির কাটায় রাত ৩ টে বেজে ২০ মিনিটে তাকে নিজের বাড়ি থেকে বের করে রাতেই মন্ত্রীকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিজেদের দফতরে নিয়ে যায় ইডি। তদন্তে অসহযোগীতার অভিযোগে বালুবাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আজ মন্ত্রীকে নিজেদের হেফাজতে চাইবে ইডি।

হাবড়া এলাকার এক তরুণ শাসকদলের কাউন্সিলর ও বিধাননগর পুর এলাকার এক প্রাক্তন কাউন্সিলরও ইডির নজরে। হাবড়ার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরও গোয়েন্দাদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবীও ইডির নজরে। একে একে এদের ডেকে পাঠানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329
E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

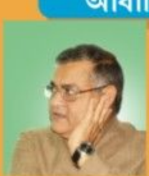

মোস্তাক আহমেদ (কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক (Ex. IAS) Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা (সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

	BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক	WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	....	৪৫২ (৯০.৪%)
		ছাত্র	২৬	০৬	২০	....	৩৯৬ (৭৯.২%)
	সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০
৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১
৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Girls' Campus

Boys' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পুজো মিটতেই রাস্তায় নামার নির্দেশ

দলের নেতা-কর্মীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ্য লোকসভা। তাই প্রতিদিন প্রচারে থাকার নির্দেশ দলের নেতা-কর্মীদের। পুজো মিটতেই রাস্তায় নামার নির্দেশ দলের নেতা-কর্মীদের। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বঞ্চনা নিয়ে এলাকায় রোজ রোজ প্রচার করতে বলা হয়েছে। বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে সেই প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে। রাজভবনের ধরনা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়েছিল, ৩১ অক্টোবর অবধি তারা অপেক্ষা করবে।এর মধ্যে প্রাপ্য না এলে তৃণমূল আন্দোলনমুখী হবে, তা নেতাদের কথায় স্পষ্ট। ১০০ দিনের কাজ করে পারিশ্রমিক না পাওয়া মানুষদের নিয়ে ফের দিল্লি অভিযান হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। এছাড়াও কলকাতা ও জেলাভিত্তিক আরও একাধিক কর্মসূচি তৃণমূল নিতে চলেছে। উতসবের দিনগুলিকে বাদ রেখে কর্মসূচির নির্ঘণ্ট সাজাচ্ছেন নেতারা। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কর্মসূচির রূপরেখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত করবেন। আমরা মানুষের কাছে গিয়ে স্ববিস্তারে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা তুলে ধরব। আর বিজেপির বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কর্মসূচি চলবে।' কেন্দ্র যথাযথ জবাব না দিলে আগামী ১ তারিখ থেকে ফের রাস্তায় নামা হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় নামবেন। সূত্রের খবর, এই আন্দোলন করার জন্য সব বিধায়ক তার এলাকার ব্লক ভিত্তিক বঞ্চিতদের তালিকা তৈরি করছেন তা নিয়ে আন্দোলন হবে। দীপাবলি মিটতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এর পাশাপাশি শান্তিনিকেতন হেরিটেজ প্লাক নিয়ে সাংসদদেরকে বেশি করে সরব হতে বলা হয়েছে।

রেড রোডে জমজমাট পুজো কার্নিভাল,

উপস্থিত মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উমা পাড়ি দিয়েছে কৈলাশে। আজ, শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) এই বছরের দুর্গাপুজো কার্নিভাল । মেগা কার্নিভালে সেজে উঠেছে রেড রোড। শহর ও শহরতলির ১০১টি পুজো কমিটি এবার অংশ নিচ্ছে। রেড রোডের দু'ধারে প্রায় ১৮ হাজার দর্শকের বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সুরে এদিন পা মিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।

দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ রেড রোডে পৌঁছান তিনি। রেড রোড ধরে পায়ে হেঁটেই মঞ্চে আসলেন তিনি। আর ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চলছে ডিএ'র দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের 'বিষাদ সম্মিলনী'।এবারের কলকাতা পুজো কার্নিভালে মোট ১০১টি দুর্গাপুজো কমিটি অংশগ্রহণ করতে চলেছে। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতার ৮৮টি ও হাওড়ার ১৩টি দুর্গাপ্রতিমা। আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে, কোনও কিছুতে খামতি রাখা চাইছে না পুজোর কার্নিভালে। ২০২২ সালেও এই একই সংখ্যায় পুজো কমিটিকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে একটি পুজো অংশ না নেওয়ায় ৯৯টি পুজো কার্নিভালে অংশ নেয়। নবান্ন সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত সব পুজো কমিটিই কার্নিভালে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। তাই ১০১টি পুজো কমিটি ধরেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরামপুর থানার পাশে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ঐতিহ্যবাহী কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা, পরমানন্দ গিরির আদতে।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সবার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী দেবীর পূজা পূজিত হবে ধন-সম্পত্তি উপার্জনের তাগিদে। অন্যদিকে শ্রীরামপুর থানার পাশে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ঐতিহ্যবাহী কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা, পরমানন্দ গিরির আদতে।

শান্তিনিকেতন, কয়েক কোটির 'দোতারা'

কেনেন জ্যোতিপ্রিয়, উঠল অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর এ বারে শান্তিনিকেতনে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চোখ ধাঁধানো জোড়া বাড়ির হদিশ। বাড়িটির বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক ৬ কোটি টাকা। বাড়িটির নাম রাখেন 'দোতারা' । সূত্রের খবর, বাড়িটি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ের নামে।সূত্রের খবর, রতন কুটি গেস্ট হাউস, বিশ্বভারতীর ঠিক পিছনেই প্রায় ১০-১২ কাঠা জমির ওপর বিলাসবহুল বাড়িটি শান্তিনিকেতনের রতনপল্লিতে। সেই বাড়ির পাশে আরও একটি বাড়ি রয়েছে। সূত্রের খবর এই দুটি বাড়িই মন্ত্রীর সম্পত্তি। বর্তমানে তাঁর মেয়ের নামে এই সম্পত্তি রয়েছে। তবে বাড়িতে মন্ত্রী খুব বেশী আসতেন না বলেই সূত্রের খবর। তবে 'দোতারা'য় মাঝেমধ্যেই যেতেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে।

এ দিকে, মন্ত্রী বাড়িটিতে না এলেও নিরাপত্তার কোনও কমতি ছিল না। আঁটোসাঁটো ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাড়ির সামনে যেতেই নজরে এসেছে সিসি ক্যামেরায় মোড়া ছবি। রয়েছে বাড়ির কেয়ারটেকারও। শান্তিনিকেতনের রতনপল্লি এলাকায় দোতলা ঝাঁ চকচকে এই বাড়ি।এর আগে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে আগেই গ্রেফতার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে বাকিবুর রহমানের গ্রেফতারির পর বার বার উঠে এসেছিল জ্যোতিপ্রিয়র নাম। এদিকে সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বাকিবুর রহমানের অন্তত ১০০ কোটির সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে। নামে, বেনামে, আত্মীয়দের নামে এই বিপুল সম্পত্তি। এগুলি রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য করা হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অন্তত ৬টি সংস্থায় শেয়ার রয়েছে বাকিবুরের। সেই শেয়ার মিলিয়েই বাকিবুরের সম্পত্তি প্রায় ৫০ কোটি। নিউ টাউন, রাজারহাট, পার্কস্ট্রিটে একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে তার। বাকিবুরের একাধিক হোটেল, পানশালাও রয়েছে। বিদেশেও তার সম্পত্তি রয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, বাকিবুরের ফ্লয়াট থেকে সরকারি দফতরের প্রচুর স্টয়াম্প পাওয়া গিয়েছে। সেই স্ট্যাম্প কী জন্য ব্যবহার করা হত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই আবহে বকিবুরের দুর্নীতির সঙ্গে মন্ত্রী যোগের অভিযোগ বারংবার উঠছে। এরই মাঝে জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেফতারির পর দাবি করা হচ্ছে শান্তিনিকেতনে 'দোতারা' নামক একটি বাড়ি রয়েছে তাঁর।

এজলাসেই অজ্ঞান জ্যোতিপ্রিয়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতেই অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এজলাসেই সংজ্ঞা হারালেন মন্ত্রী। কাঠগড়ার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মন্ত্রী। সেইসময়ই সংজ্ঞা হারান তিনি। বিচারকের সামনে বসে পড়েন বনমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে ছুটে যান মেয়ে। অসুস্থ মন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপাতত বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মন্ত্রীকে।প্রসঙ্গত, গতকালই মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে হুঁশিয়ারি দেন, "বালুর শরীর খুব খারাপ। আজ যদি ও মরে যায়, তাহলে আমি কিন্তু ইডি ও বিজেপির বিরুদ্ধে এফআইআর করব। এর আগে সুলতান আহমেদের সঙ্গে হয়েছে, প্রসূন মুখার্জির সঙ্গে হয়েছিল, সেই কারণেই প্রসূন মুখার্জির বউ মারা গিয়েছিল।" বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভোর ৬টা ১০ নাগাদ বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। টানা ২১ ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর আপ্ত সহায়কের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে। রাত ২টো বেজে ৪০ মিনিটে গ্রেফতার করা হয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। অ্যারেস্ট মেমোতে তেমনটাই উল্লেখ। মধ্যরাতেই ৩টে ২৫ মিনিটে তাঁকে নিয়ে আসা হয় সিজিও কমপ্লেক্স-এ। সিজিও ঢোকার সময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন,'গভীর ষড়যন্ত্রের স্বীকার হলাম আমি। "আদালতের নির্দেশ, আপাতত পরিবারের পছন্দমতো বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে মন্ত্রীকে। সুস্থ হলে পর তদন্তকারী অফিসার চাইলে তাঁকে কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবেন। মন্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়তেই আদালত কক্ষের ভিতর ২-১ জন আইনজীবী 'শেম ইডি' স্লোগান দিতে শুরু করেন। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।রেশন দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করে ইডি। আদালতে সওয়াল জবাবের পর বিচারক ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরই আদালতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আদালত সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠেছে বলে দাবি করেছেন আইনজীবীরা। মেয়ে ছুটে এসে মাথায় জল দেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বিচারক তনুময় কর্মকার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কম্যান্ড হাসপাতালকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশও দেন বিচারক। পরে যদিও সেই নির্দেশ বদলে পরিবারের পছন্দমতো বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে মন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, বাড়ির খাবার পাবেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দিনে একঘণ্টা করে আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন মন্ত্রী। বিচারকের নির্দেশ শোনার পরই মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এমনকি এজলাসে ভিতরই জামায় বমিও করে ফেলেন মন্ত্রী।উল্লেখ্য, এদিন সওয়াল জবাবের সময় মন্ত্রী বিচারককে জানান, "আমি ডায়াবেটিক রোগী। বাড়ির খাবার হলে কোনও সমস্যা নেই। তিন বেলা খাবার খেতে হয়। পা ফুলে গিয়েছে। হাঁটতে হয় আমাকে। আমাকে ১০ হাজার স্টেপ নিতে হবে।" যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক বলেন, "তাহলে আপনার স্মার্টওয়াচ লাগবে।" পাশাপাশি, একটি ভালো হাসপাতালে তাঁর চিকিতসা করানোর জন্য আর্জি জানান জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। যে বিষয়ে বিচারক বলেন, "কমান্ড হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। ওনার লাইফ রিস্ক আছে। সুতরাং কমান্ড হাসপাতালে দেখানো হবে। তাঁরা যেই ওষুধ লিখে দেবেন সেটা দিতে হবে। ভাল খাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডাক্তার আপনাকে যে ওষুধ দিয়েছে সেটা খেতে পারেন।" এখন কমান্ড হাসপাতাল ও মন্ত্রীর ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ আলাদা হলে কী হবে? সে প্রসঙ্গেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমান্ড হাসপাতালকে মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে এখনই মন্ত্রীকে কমান্ড হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না। পরিবারের পছন্দমতো আপাতত বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মন্ত্রীকে। সুস্থ হলে পর তদন্তকারী অফিসার চাইলে তাঁকে কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবেন।

ভোট আসছে বলেই ইডি আসছে!

তৃণমূল দলকে দুর্বল করার এই চেষ্টা সফল হবে না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই বিজেপির তীব্র সমালোচনা করল তৃণমূল। লোকসভা ভোটের আগে বাংলার শাসকদলকে 'কালিমালিপ্ত' করতেই কেন্দ্রের শাসকদল ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তাদের। শুক্রবার সকালে দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করতে এসে মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপির উদ্দেশে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে আপনারা উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন?'রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সল্টলেকের বাড়িতে ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইডি গ্রেফতার করে জ্যোতিপ্রিয়কে। গ্রেফতারির খবর আসার পরেই তৃণমূলের সমালোচনায় সরব হয় বিরোধী দলগুলি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের ইঙ্গিত, এ বার তৃণমূলের 'মাথা'রা তদন্তকারী সংস্থার নিশানা হতে পারেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, রেশনকাণ্ডে প্রতি সপ্তাহে অন্তত আড়াই কোটি মানুষের রেশনের টাকা লুট করেছেন জ্যোতিপ্রিয়-সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতারা! অন্য দিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরীর দাবি, টাকার অঙ্কে রেশন দুর্নীতির তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি 'ছোট শিশুর মতো'! জ্যোতিপ্রিয়র অবশ্য দাবি, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।ওই জেলায় তৃণমূল যথেষ্ট শক্তিশালী বলে জানান তিনি। তার পরই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শ্যামপুকুরের তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'দেখুন আগামী নির্বাচনে কী হয়।'

বিজেপি ছেড়ে অন্য দলে যাওয়া নেতাদের বিরুদ্ধে কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তোলেন শশী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, টিভি ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা গেলেও কেন তাঁকে ডাকছে না কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। তৃণমূলের সমালোচনা না করে বিজেপির নিজের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেদের নিয়ে আগে ভাবা উচিত বলে খোঁচা দেন তিনি। শশীর অভিযোগ, ভোট এলেই বিভিন্ন রাজ্যে সরকার ফেলতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে থাকে বিজেপি। তবে এই রাজ্যে সেই পরিকল্পনা সফল হবে না, এমনটা দাবি করে তিনি বলেন, 'বিজেপি এই রাজ্যে ভীষণ দুর্বল। ভোটে জিততে না পেরে নানা রকম অজুহাত দেয়। তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে।'বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। উত্তর ২৪ পরগনায় রয়েছে মোট ৫টি লোকসভা আসন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ এবং ব্যারাকপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। অন্য দিকে, দমদম, বারাসত এবং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে জয় পেয়েছিল তৃণমূল। পরে অবশ্য ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। এক সময় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি, পর্যবেক্ষক-সহ একাধিক সাংগঠনিক পদে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। ওই জেলারই হাবড়া কেন্দ্রের বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় জেলার রাজনীতিতে 'প্রভাবশালী' হিসাবেই পরিচিত। সেই প্রেক্ষিত থেকে জ্যোতিপ্রিয় ওরফে বালুর গ্রেফতারি তৃণমূলকে ওই জেলায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল করবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের শাসকদল অবশ্য তেমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিল।

ফোনে হঠাৎ বাজছে বিকট অ্যালার্ম,কারণ জানুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হঠাৎ ফোনে কান ঝালাপালা করা একটা শব্দ। একটানা বেজেই চলেছে। শুক্রবার দুপুরে কলকাতা সহ একাধিক জায়গাতেই মোবাইল ব্যাবহারকারীদের ফোনে এল ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। অনেকেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না হঠাত কেন বেজে উঠছে মোবাইল? অনেকে ভাবলেন বিগড়ে গিয়েছে মোবাইল, কেউ কেউ তো আবার ভয়ে ফোনও বন্ধ করে দিলেন।সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধয়মে কয়েক মিনিটের বয়বধানে একবার ইংরেজিতে ও আরেকবার আঞ্চলিক ভাষায় এই ফ্ল্যাশ মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে তীব্র একটি শব্দ। ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই বিপ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। সমস্ত নেটওয়ার্কেই এই অ্যালার্ট পাঠানো হচ্ছে। টেলিকম মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারী আতঙ্কিত হওয়ারকোনও কারণ নেই। এটি একটি পরীক্ষামূলক বার্তা।

বৃহস্পতিবার ওড়িশাতেও টেলিকম বিভাগের তরফে এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট পাঠানো হয়।চিন্তার কোনও কারণ নেই। মোবাইলের কোনও সমস্যা নয়, এটা আসলে সরকারের তরফে সতর্কতাবার্তা। দেশজুড়েই পরীক্ষামূলকভাবে এই অ্যালার্ট পাঠানো হচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (National Disaster Management Authority) বা এনডিএমএ-র তরফে সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড ও আইফোনে পাঠানো হচ্ছে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। সঙ্গে থাকছে একটি ফ্ল্যাশ মেসেজও।

কেন্দ্রের তরফে তৈরি করা হচ্ছে একটি নতুন ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম। এটি বিপদের সময়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার জন্য বয়বহার করা হবে। জনগণের সুরক্ষা ও জরুরি সময়ে সতর্কতা জারি করার জন্যই এই অ্যালার্ট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। মোবাইলের নেটওয়ার্ক না থাকলেও, আপনার ফোনে পৌঁছে যাবে এই বার্তা।সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধয়মে কয়েক মিনিটের বয়বধানে একবার ইংরেজিতে ও আরেকবার আঞ্চলিক ভাষায় এই ফ্ল্যাশ মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। সঙ্গে তীব্র একটি শব্দ। ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই বিপ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

এথিক্স কমিটির নজরে মহুয়ার বিদেশ সফর, অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূল সাংসদের

প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তাতে দামী উপহার বিনিময় থেকে শুরু করে বিদেশে বিলাসবহুল স্থানে ছুটি কাটানো সহ একাধিক প্রমাণ সংসদের এথিক্স কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছে।লোকসভা সূত্রের খবর, এথিক্স কমিটি মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করতে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এবং বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দুবাই থেকে লগ ইন হওয়ার অভিযোগ কতটা সত্যি সেটাও খোঁজ নিতে চায় এথিক্স কমিটি। পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রক থেকে এথিক্স কমিটি মহুয়ার সব বিদেশ সফরের তথ্য জানতে চায়। গত পাঁচ বছরে মহুয়া কতবার বিদেশে গিয়েছেন। বিদেশ যাওয়ার সময় সব নিয়ম মেনেছেন কিনা। মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানি দাবি করেছেন যে তিনি মহুয়া মৈত্রকে দামি উপহার দিয়েছেন এবং তার বিদেশ ভ্রমণের খরচ বহন করেছেন। তার হলফনামায় তিনি দাবি করেছেন যে তিনি আদানির বিরুদ্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এমপির লগইন আইডি ব্যবহার করেছিলেন। বৃহস্পতিবার নিশিকান্ত দুবে এই বিষয়ে কমিটির সামনে হাজির হয়ে মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ পেশ করেন। কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকর বলেছেন যে নিশিকান্ত দুবে এবং আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাইকে সমন পাঠানো হয়েছিল এবং দুজনেই এথিক্স কমিটির সামনে হাজির হয়েছেন। নিশিকান্ত দুবের বিরুদ্ধে তৃণমূল সাংসদ ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ আনেন। সেই প্রসঙ্গে দুবে বলেন, 'তৃণমূল সাংসদ তাঁর ডিগ্রি নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি আদালত থেকে ক্লিনচিট পেয়েছেন এবং এটা ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রশ্ন নয়, সংসদের মর্যাদা ও মর্যাদার প্রশ্ন'। এখন ৩১ অক্টোবর তৃণমূল সাংসদকে এথিক্স কমিটির সামনে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে বিজেপি সাংসদ যে প্রমাণ পেশ করেছেন তার ভিত্তিতে মৈত্রর বিদেশ সফরের তদন্তের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি পাঠাবে লোকসভার এথিক্স কমিটি।

রাজনীতিতে ধীরে ধীরে জমি তৈরি করা

বালু কেন গ্রেফতার হলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। যিনি রাজ্য-রাজনীতিতে 'বালু' নামে সমধিক পরিচিত। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মন্ত্রীর একাধিক বাড়িতে ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি।

ইডি সূত্রে খবর, রেশন বণ্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মিলেছে তাঁর বাড়ি থেকে।বৃহস্পতিবার বালুর বাড়িতে তল্লাশি শুরু হওয়ার পর থেকেই বাকিবুর ও বালুর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ২০২০ সালে হাবড়ায় রেশনপণ্যের বেআইনি মজুতের ঘটনা সামনে আসে। জয়গাছি রথতলা এলাকার গুদামে হানা দিয়ে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। দু'জন গ্রেফতারও হয়।

কী ভাবে চলত দুর্নীতি? ইডি সূত্রের দাবি, মিল মালিকেরা সরকারি টাকা মিলিয়ে নিলেও মিলত না সরবরাহকৃত রেশনের হিসাব। প্রতি কেজি আটার দামে অন্তত ২০০ গ্রাম কম দিতেন আটাকলের মালিকেরা। কখনও প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনে কম দেওয়া হত। ইডির দাবি, পুরোটাই চলত মিল মালিক ও সরকারি সরবরাহকারীদের বোঝাপড়ায়। সঠিক দামে কম আটা বুঝে নেওয়ার ভাল দাম পেতেন রেশনের সরকারি সরবরাহকারীরা।

বৃহস্পতিবার নাগেরবাজারে মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক অমিত দে-র তিনটি ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চলে। ইডি সূত্রের দাবি, অমিত ২০১২ সালে খাদ্য দফতরে গ্রুপ-সি পদে যোগ দেন। তার আগে কলেজ স্ট্রিটে বই বাঁধাইয়ের ব্যবসা ছিল তাঁর। তিনি খাদ্য দফতরে যোগ দেওয়ার পরে বালুর 'ঘনিষ্ঠ' হয়ে ওঠেন। বালু খাদ্য দফতর থেকে বন দফতরে যাওয়ার পর অমিতও ডেপুটেশনে বন দফতরে যোগ দেন। ইডি সূত্রের দাবি, গত পাঁচ বছরে অমিতের সম্পত্তি 'রকেটের গতিতে' বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটে নাগাদ বালুকে গ্রেফতার করে ইডি। তার ঘণ্টাখানেক পরে তাঁকে ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ঢোকার মুখে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বালু বলেন, 'গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম আমি। শুধু এটুকুই বলে গেলাম। ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভাল কাজ করেছে! তারা আমাকে শিকার করল।'

বালুর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রীর পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগও। ইডির তল্লাশিকে 'বিজেপির নোংরা খেলা' বলে চিহ্নিত করে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বালুর স্বাস্থ্য খারাপ। অনেক সুগার। ও যদি মারা যায়, তা হলে বিজেপি এবং ইডি-র বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে।"

বালুর জন্ম বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। সেখানে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। তবে বাবা শক্তিপদ মল্লিক ব্যবসার কাজে কলকাতায় থাকতেন বলে বালু ও তাঁর পাঁচ ভাইয়ের বেড়ে ওঠা সেখানেই। ১৯৮৬ সালে বালুর বিয়ে হয়। স্ত্রী মণিদীপা মল্লিক। এক মাত্র সন্তান প্রিয়দর্শিনী মল্লিক এখন উচচশিক্ষা সংসদের সচিব পদে রয়েছেন। বালুর এক দাদা স্বাধীন মল্লিক মোহনবাগান ক্লাবের কর্তা। আর এক দাদা দেবপ্রিয় মল্লিক পরিচিত চিকিৎসক। পরিবার সূত্রে খবর, বাকি দুই ভাইও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

বালুর পড়াশোনা স্কটিশ চার্চ স্কুলে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। সেখানেই ছাত্র রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। তার পরে আশির দশকে মমতার সঙ্গে পরিচয়।

১৯৯১ সালে যখন কংগ্রেসের অন্দরে সোমেন মিত্র-মমতার বিরোধ শুরু, তখন মমতারই পাশে ছিলেন বালু। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বালু। সেই সময় তাঁকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকও করেন মমতা।

পরে উত্তর ২৪ পরগনায় দলের সংগঠন সামলানোর দায়িত্ব পান বালু। 'পর্যবেক্ষক' পদ দেওয়া হয় তাঁকে। পরে ওই জেলায় দলের সভাপতিও করা হয়। তাঁর সভাপতিত্বেই ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই জেলার ৩৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩০টি আসনে জয়লাভ করে দল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনাকে ভেঙে একাধিক সাংগঠনিক জেলা তৈরি করা হয়। তৃণমূলশ্রুতি, তখন থেকেই বালুর 'গুরুত্ব' কমতে শুরু করে।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনের পর ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম বার প্রার্থী হন জ্যোতিপ্রিয়। জিতেও যান। তাঁকে সামনে রেখেই 'বামেদের ঘাঁটি' গাইঘাটা দখল করেছিলেন মমতা। সে বার ৬০ জন বিধায়ক নিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পায় তৃণমূল।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও হাবড়া থেকে জিতেছিলেন বালু। সে বারও তাঁকে খাদ্যমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তৃণমূল তৃতীয়বার ক্ষমতা দখল করলে আর খাদ্যমন্ত্রী করা হয়নি বালুকে। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বন দফতরের। বনমন্ত্রী থাকার পাশাপাশি অচিরাচরিত শক্তি এবং শিল্প পুনর্গঠন দফতরেরও দায়িত্ব সামলেছেন বালু।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে হাবড়ায় প্রায় ১৯ হাজার ভোটে পিছিয়ে পড়েছিলেন দলের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। সেই সময় বালুকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমি আর ভোটে দাঁড়াব না।" যদিও ২০২১ সালে হাবড়া থেকেই প্রার্থী হন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিজেপির রাহুল সিন্‌হা। বালু জেতেন।

২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত টানা ১০ বছর খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন বালু। অভিযোগ উঠেছে, বিভিন্ন রেশন ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে সিন্ডিকেট তৈরি করে কেন্দ্রের পাঠানো ন্যায্য মূল্যের রেশনসামগ্রী বেআইনি ভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। তারই তদন্তে নেমেছে ইডি।

সম্প্রতি রেশন দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মূলত তাঁকে জেরা করে পাওয়া তথ্য এবং বাজেয়াপ্ত করা নথি যাচাইয়ের পরেই বৃহস্পতিবার বালুর বাড়িতে তল্লাশি বলে দাবি করেছে ইডি সূত্র। এর আগে রাজ্যের বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল ইডি এবং সিবিআই। তল্লাশির পাশাপাশি দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকেও। তবে ইডি তাঁকে জেরা করেছিল রেশন দুর্নীতিতে। আর সিবিআই তাঁকে জেরা করেছিল পুরনিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে।

ইডি সূত্রের দাবি, বালু খাদ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই বাকিবুরের উত্থান। অভিযোগ, বাকিবুরই সিন্ডিকেট তৈরি করে কেন্দ্রের রেশন সামগ্রী বেআইনি ভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করতেন।

রাস্তার কুকুরের থেকেও বেশি

ঘোরাফেরা করছে ইডি', বিস্ফোরক গেহলট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তে রাজ্যজুড়ে ইডি তল্লাশি । পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা পরিবর্তন লঙ্ঘন মামলার তদন্তে তলব খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেকে। ইডির সক্রিয়তায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তাঁর সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে একাধিক কংগ্রেস নেতার বাড়িতে ইডি তল্লাশির পরই এ দিন মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বললেন,' রাস্তার কুকুরের থেকেও বেশি ঘোরাফেরা করছে ইডি '।ছেলেকে ইডি তলব করার পরই মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বলেন, "দেশজুড়ে সন্ত্রাস চলছে। আমার সরকার ফেলতে পারছে না, তাই নির্বাচনের আগে আমায় ও আমার পরিবারকে নিশানা করা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, আগামী ২৫ নভেম্বর রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন। ৩ ডিসেম্বর এই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হবে।তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এ দিন রাজস্থানের জয়পুরে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, "রাস্তায় যে কুকুর ঘুরে বেড়ায়, তার থেকেও বেশি ঘোরাফের করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্যারান্টি মডেলই অনুসরণ করছেন।"

মোদী সরকারকে বিঁধে গেহলট বলেন, "আমি ইডি ও সিবিআই প্রধানের কাছ থেকে সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন এরাও রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছেন। মোদীজি এটা বুঝছেন না যে ওঁর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন উনি আমাদের গ্যারান্টি মডেল অনুসরণ করছেন।" প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্তে কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাস্রার জয়পুর ও শিকরের বাড়িতে হানা দেয়। পাশাপাশি দৌসা, হুদলা সহ একাধিক আসনের কংগ্রেস প্রার্থীদের বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলটকেও তলব করা হয়।

চিত্রকূটের ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও রয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটে তুলসীপীঠ ভ্রমণ করেন। কাঁচ মন্দিরে পুজো ও দর্শন করেন তিনি। তুলসীপীঠের জগদ্গুরু রামানন্দচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন ও এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে তিনি 'অষ্টাধ্যয়ী ভাষ্য', 'রামানন্দচার্য চরিতম্‌' এবং 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি রাষ্ট্রলীলা' নামে তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরামের দর্শন ও পূজার্চনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জগদ্গুরু রামানন্দচার্য সহ অন্য সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি ধন্য বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনটি বই এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বইগুলি ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, "আমি এই বইগুলিকে জগদ্গুরুর আশীর্বাদ বলে মনে করি"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অষ্টাধ্যয়ী ভারতীয় ভাষার হাজার বছর পুরনো ইতিহাস। এটি ব্যাকরণ ও ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে সহায়ক। তিনি বলেন, বহু ভাষা এসেছে এবং গেছে। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষা চিরকালীন। "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার পরিমার্জন হয়েছে। কিন্তু, এর মাধুর্য নষ্ট হয়নি", বলেও মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দাসত্বের হাজার বছর পুরনো ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ছিন্নমূল করার যে চেষ্টা চলেছে, তার উপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃত ভাষা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দাসত্বের মানসিকতা কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদেশে মাতৃভাষা জানাকে যেখানে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেখানে ভারতে তা কিন্তু হয় না।

প্রধানমন্ত্রী মোদী জগদ্গুরু রামানন্দচার্যের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে ধরনের কাজ জগদ্গুরু রামানন্দচার্য করে চলেছেন, তা জাতীয় সম্পদ। স্বামীজী ২০১৫ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন। স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্ন গঙ্গার মতো বিষয়গুলি বর্তমানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, "জগদ্গুরু রামানন্দচার্যজী দেশবাসীর অন্য এক স্বপ্ন পূরণে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। রাম মন্দিরের জন্য আদালত ও আদালতের বাইরে তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট তাঁকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃতকালে দেশ ঐতিহ্য ও উন্নয়নকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি ধর্মীয় গুরুত্বও রয়েছে। তিনি সর্বদাই ধর্মীয় স্থানের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি কেন-বেতোয়া লিঙ্ক প্রকল্প ও বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ের কথা স্মরণ করেন। পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিত্রকূট উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আশা করেন। জগদ্গুরু রামানন্দচার্যকে প্রণাম জানান প্রধানমন্ত্রী।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুলসীপীঠের জগদ্গুরু রামানন্দচার্য, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী মঙ্গুভাই প্যাটেল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান সহ অন্যরা। প্রেক্ষাপট:

তুলসীপীঠ মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটের এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে জগদ্গুরু রামভদ্রচার্য এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তুলসীপীঠ হ'ল হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রকাশক।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯২ সংখ্যা ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ শনিবার ১০ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

২০১১ থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় জেলের ঘানি টেনেছেন ১৪ জন হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা

ইডির হাতে গ্রেফতার হলেন আরও এক তৃণমূল মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার প্রায় ২১ ঘণ্টা তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটের সময় মন্ত্রীকে তাঁর সল্টলেকের বাড়ি থেকে বের করে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।এরপর গত বছর জুলাই মাসে হয় তৃণমূলকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা দলের সাধারণ সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর একই মামলায় পরপর গ্রেফতার করা হয় দলের বর্তমান বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য এবং আরেক বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে। ওইবছরই নভেম্বর মাসে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয় শাসকদলের আর এক হেভিওয়েট নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেফতার সেই তালিকার সাম্প্রতিকতম সংযোজন।২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে প্রায় ১৪ জন তৃণমূল 'হেভিওয়েট' নেতাকে জেলে যেতে হয়েছে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি, সিবিআই কিংবা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের তালিকা বেশ লম্বা। বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সেই তালিকার একেবারে নবতম সংযোজন। এই সবকিছুর শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে, সারদা চিটফান্ড কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র ও ততকালীন রাজ্যসভা সাংসদ কুণাল ঘোষ।একমাত্র কুণালই রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বাকিরা প্রত্যেকেই গ্রেফতার হয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি কিংবা সিবিআইয়ের হাতে। সারদা কাণ্ডে কুণালের পরপরই সিবিআইয়ের হাতে আটক হন ততকালীন রাজ্যসভার সাংসদ সৃঞ্জয় বসু এবং রাজ্যের ততকালীন পরিবহণ মন্ত্রী তথা কামারহাটির বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এরপর রোজভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ডে তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা তথা তৃণমূল নেতা তাপস পালকে গ্রেফতার করে সিবিআই।তবে ঘাসফুল শিবিরের অধিকাংশ নেতা-মন্ত্রীই গ্রেফতার হন ২০২০ সালের পর থেকে। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া একটি আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ২০২১ সালে গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ কে.ডি সিংকে। ওই বছরই বিধানসভা নির্বাচনের পর এক সকালে আচমকা হানা দিয়ে যার যার বাড়ি থেকে নারদা কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয় রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রকে।

রোজগার মেলায় ২৮ অক্টোবর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে

৫১,০০০ নতুন কর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ রোজগার মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ৫১,০০০ নতুন কর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। দেশের ৩৭টি জায়গায় এই রোজগার মেলা হবে। রেল, ডাক, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, রাজস্ব দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, স্কুল শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মতো কেন্দ্রীয় দপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও সরকারি ক্ষেত্রে হচ্ছে এই নিয়োগ। কর্মসংস্থানের প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতার প্রতিফলন এই রোজগার মেলা। দেশের বিকাশের লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের সামনে কাজের সুযোগ এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই রোজগার মেলার।

নবনিযুক্তরা অনলাইনে আইগট কর্মযোগী পোর্টালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণেরও সুযোগ পাবেন। ওই পোর্টালে ৭৫০টি ই-লার্নিং পাঠক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায় দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার কারোর মতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে গোপীদের সাথে লীলাসাধন করছে এই দৃশ্য কল্পনা করে শ্রীচৈতন্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে বিলীন হয়ে যান। তবে নবদ্বীপ ধামই যে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান এ প্রসঙ্গে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ধাম এসে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সভাপতি স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ বলেন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান এপার অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপ ধাম, ওপার নিয়ে বিতর্ক করার কোন সরবত্তা নেই। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

পরস্ত্রী দর্শন করেন না এবং সংযত সে ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

লক্ষ্মী দেবীর আবাস

লক্ষ্মী দেবী গৃহিণীদের মধ্যে গৃহলক্ষ্মী হয়ে বাস করেন। তবে সব গৃহিণীদের মধ্যে নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেবী বলেছেন- আমি সে সব নারীর শরীরে নিত্য বাস করি যারা গুরুজনের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যারা গুরুভক্তিপরায়ণা, যারা পতিবাক্য কখনও অবহেলা করেন না এবং পতির ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোজন করেন, যারা পরিতুষ্টা, বীর্যশালিনী, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যবতী, সুশোভনা, লাবণ্যযুক্তা এবং প্রিয়দর্শিনী এরকম পতিব্রতা রমণীর মধ্যেই আমি বাস করি।

লক্ষ্মী দেবীর বাহন

লক্ষ্মী দেবীর বাহন পেঁচা কেন? পেঁচা লক্ষ্মী দেবীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম ধারণ করে। পেঁচা কুৎসিত ও দিবান্ধ। যারা সারা জীবন শুধু ধনলাভের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তারা ঐ পেঁচার মতই অন্ধ হয়ে যায়। তাই জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। পেঁচা যেমন কালো অন্ধকারে পথ চলে, ধনলোভীরাও তেমনি কালো পথে অর্থাৎ অসৎ পথে ধাবিত হয়। ধনের দেবী তাঁর সঙ্গে পেঁচা রেখে সকলকে জানিয়ে দেন, যিনি ভক্তিধন অন্বেষণ করবে, তিনি আমাকে পাবে আর যিনি পার্থিব-ধন অন্বেষণ করবে তিনি আমাকে নয় আমার পেচাঁকে লাভ করবে। প্রাচীন কাল হতে মা লক্ষী দেবীর প্রচলিত কিছু আচার অনুষ্ঠানের ধরণ ও পন্থা প্রতিদিন স্নান করে শুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মী গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন মা লক্ষ্মী। এই মন্ত্র জপ করার সময় পদ্মবীজের মালা ব্যবহার করলে ভাল।

দক্ষিণাবর্ত শঙ্খকে বলা হয় মা লক্ষ্মীর শঙ্খ। লাল, সাদা বা হলুদ রংয়ের একটি পরিষ্কার কাপড়, একটি রুপোর পাত্র অথবা মাটির পাত্রের উপর রাখতে হয় এই শঙ্খ। এই শঙ্খের মধ্য দিয়েই মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রবাহিত হয় বাসস্থানে।

বলা হয় সমস্ত দেবতা বাস করেন তুলসি বৃক্ষে আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী দেবী তুলসি হলেন মা লক্ষ্মীরই এক রূপ। তাই বাড়িতে তুলসি বৃক্ষ থাকলে এবং সেখানে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বাললে তুষ্ট হন মা লক্ষ্মী।

ধারাবাহিকভাবে ১২ দিন ধরে সম্পূর্ণ ভক্তিভরে লক্ষ্মী দ্বাদশ স্তোত্র ১২ বার উচ্চারণ করলে ঋণমুক্তি ঘটে।

একটি বাঁশের বাঁশিকে সিল্কের কাপড়ে মুড়ে ঠাকুরের সিংহাসনে রাখলে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন কারণ বাঁশি হল বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তাই মা লক্ষ্মীরও অতি প্রিয়।

শুধুমাত্র পুজোর দিনে নয়, প্রতিদিনই যদি দেবীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয় তবে ভাল। প্রতিদিন না পারলে বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার এবং মা লক্ষ্মীর পুজোর তিথি থাকলে তো অবশ্যই।

যিনি প্রতি শুক্রবার পরমান্ন বা মিষ্ট অন্ন দিয়ে গোসেবা করেন তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন দেবী।

প্রতি শুক্রবার পদ্মমূল থেকে তৈরি নয়টি সলতে দিয়ে একটি মাটির প্রদীপ মা লক্ষ্মীর পট বা প্রতিমার সামনে জ্বাললে তা গৃহে প্রাচুর্যের সমাহার ঘটায়। এছাড়া টানা ৩০ দিন ধরে মা লক্ষ্মীর প্রতিমা বা পটের সামনে নিষ্ঠাভরে শ্রী সুক্ত পাঠ করলে বিশেষ প্রসন্ন হন দেবী। শ্রী সুক্ত হল ১৫টি ভার্সের একটি সম্মেলন।

প্রতিদিন মা লক্ষ্মীর প্রতিমা বা পটের সামনে দু'টি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালে তা মঙ্গল। এর সঙ্গে পদ্ম, নারকেল ও ক্ষীরের নৈবেদ্য দিলে প্রসন্ন হন দেবী। ঠাকুরঘরে বা ঠাকুরের সিংহাসনে কড়ি এবং শঙ্খ রাখা খুবই শুভ গৃহের কল্যাণের জন্য।

লক্ষী পুজোর যা কিছু করা নিষিদ্ধ লক্ষ্মীপূজায় লোহা বা স্টিলের বাসনকোসন ব্যবহার করবেন না। লোহা দিয়ে অলক্ষ্মী পূজা হয়। তাই লোহা দেখলে লক্ষ্মী ত্যাগ করে যান। লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাজাতে নেই। লক্ষ্মীকে তুলসীপাতা দিতে নেই। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার পর একটি ফুল ও দুটি তুলসীপাতা দিয়ে নারায়ণকে পূজা করতে হয়। লক্ষ্মীপূজা সাধারণত সন্ধ্যাবেলা করে, তবে অনেকে সকালেও করে থাকেন। সকালে করলে সকাল ন-টার মধ্যেকরে নেওয়াই ভাল। পূজার পর ব্রতকথা পাঠ করতে হয়।

শ্রী শ্রী মা লক্ষ্মীর স্তোত্র

লক্ষ্মীস্তং সর্বদেবানাং যথাসম্ভব নিত্যশঃ।
স্থিরাভাব তথা দেবী মম জন্মনি জন্মনি।।
বন্দে বিষ্ণু প্রিয়াং দেবী দারিদ্র্য দুঃখনাশিনী।
ক্ষীরোদ সম্ভবাং দেবীং বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনীঃ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর ধ্যান মন্ত্র

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনাস্থাং ধায়েচ্চ শ্রীয়ং ত্রৈলোক্য মাতরং।।
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কারভূষি তাম্।
রৌক্নোপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর স্তোত্রম্

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথাস্তং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভবময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতি হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ সৃষ্টি শ্রীপদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেত।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারারদিভিংসহ।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- অবশ্যই তিন বার পাঠ করতে হবে

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চবাৎ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী..

লক্ষ্মীর চারটি হাত। ধর্ম, কর্ম, অর্থ ও মোক্ষ হিন্দুশাস্ত্রে এই চার হাতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাহয়েছে এভাবেই। যাঁরা মনে করেন মা লক্ষ্মী শুধুমাত্র ধনের দেবী, তাঁরা সম্ভবত দেবীর এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নন। সমুদ্রমন্থন থেকে উদ্ভব মা লক্ষ্মীর। কিন্তু সবার আগে জানা প্রয়োজন তিনি কে? কীভাবে আবির্ভূতহলেন তিনি। এই নিয়ে নানা মত রয়েছে। কখনও বলা হয় তিনি ছিলেন ঋষি ভৃগুর সন্তান এবং সমুদ্রমন্থনে তাঁর পুনর্জন্ম হয়। আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী, তিনি সমুদ্রদেব বরুণের কন্যা। মা লক্ষ্মীরও আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী সরস্বতী। একটি পৌরাণিক গল্পে বলা হয়েছে, ব্রহ্মার সাত সন্তান, সপ্তঋষির মধ্যে ৬জনই দেবী সরস্বতীর আরাধনা করে দৈবজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন তোলেন মহর্ষি ভৃগু। মানবশরীরের ক্ষুধা নিবারণ কীভাবে ঘটে, সেই খোঁজে তিনি বেরিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত উত্তরটি পান সমুদ্রদেববরুণের কাছে। মহর্ষি ভৃগু তার পরেই উপলব্ধি করেন যে মগজের বা মননের পুষ্টিলাভ যেমন হয় দেবী সরস্বতীর আরাধনায় তেমনই নশ্বর শরীরের পুষ্টির জন্য মা লক্ষ্মীর আবাহন ও পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মা লক্ষ্মীকে শুধুমাত্র ধনদেবী হিসেবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

মনের কথা বলেই দিলেন কঙ্গনা, অতঃপর যে জবাব দিলেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিতর্কের নিরিখে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এবং চর্চিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। বলিপাড়ার তারকা এবং তারকাসন্তানদের সমালোচনা করতে কখনো পিছপা হন না তিনি। নিজের মেধা এবং প্রতিভার জেরে বিনোদন জগতে জায়গা তৈরি করেছেন যে শিল্পীরা, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেও আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক কঙ্গনার। সেই কঙ্গনাই নাকি প্রায় প্রেম নিবেদন করে বসলেন 'বিগ বস'-এর মঞ্চে! তা-ও আবার সালমান খানকে!

চলতি সপ্তাহে মুক্তি পেতে চলেছে কঙ্গনার পরবর্তী ছবি 'তেজস'। দেশপ্রেমের এই ছবির প্রচারে এখন ব্যস্ত কঙ্গনা। সেই কাজের সূত্রেই 'বিগ বস ১৭'-এর ঘরে এসেছিলেন অভিনেত্রী। সেখানে এসে প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন তিনি। তবে সেই সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া 'বিগ বস' সঞ্চালক সালমানের সঙ্গে তার কথোপকথন। 'বিগ বস'-এর মঞ্চে সালমান আসার আগেই এসে পড়েছিলেন কঙ্গনা। সালমানের ভঙ্গিতে নিজেকেই স্বাগত জানান তিনি। পিছনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন ভাইজান। কঙ্গনার নকল করা দেখে বেশ অবাক তিনি। তবে তাতে চটেননি, বরং কঙ্গনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ রসিকতা করতেও দেখা যায় তাকে। কঙ্গনাকে সালমান প্রশ্ন করেন, ছবির সেটে যদি কেউ তার সঙ্গে মশকরা করে, তাহলে কি মেজাজ হারান তিনি? কঙ্গনার সোজাসাপটা উত্তর, "আপনার মতো হ্যান্ডসাম কেউ যদি হন, তাহলে তো কাজে আরো মন বসে।"

কঙ্গনার এই উত্তর শুনে আরো সাহস পান ভাইজান। তার পরেই তিনি কঙ্গনার উদ্দেশে বলে বসেন, "আপনাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ১০ বছর পরে আপনি কী করছেন?" সালমানের এই প্রশ্ন শুনে হেসেই খুন কঙ্গনা। তবে কি বলিপাড়ায় নতুন সমীকরণের সূত্রপাত?

এতদিন বলিপাড়ার তাবড় তারকাদের নিন্দাতেই মুখর হয়েছেন কঙ্গনা। বিশেষ করে হৃতিক রোশনের সঙ্গে তার প্রেম ভাঙার পরে বলিউড তারকাদের যেন একেবারে সহ্যই করতে পারেন না তিনি। তবে কি সালমান সেই তালিকার উর্ধ্বে? না কি বলিউডে নিজের জায়গা পাকা করতে নতুন ফন্দি আঁটছেন কঙ্গনা?

রণবীরের সঙ্গে রসায়ন জমেনি, 'অভিযোগ' দীপিকার

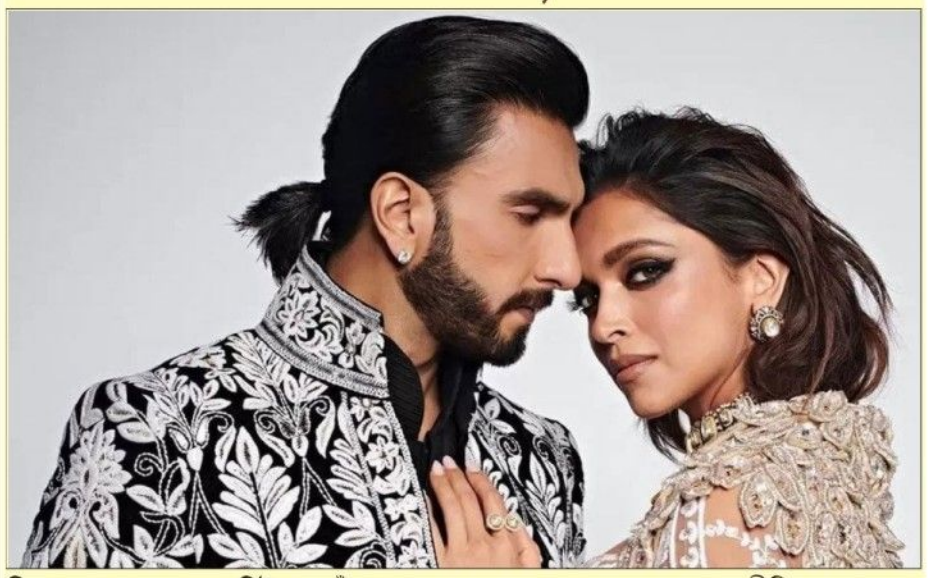

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১২ সাল থেকে প্রেম তাদের। সঞ্জয় লীলা বানসালী পরিচালিত 'গোলিয়োঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা' ছবির সেটে আলাপ বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং এবং অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের। ছবিতে জুটি হিসেবে অভিনয় করেছিলেন রণবীর এবং দীপিকা। ক্যামেরার সামনে তো বটেই, ক্যামেরার নেপথ্যেও প্রেমে পড়তে সময় লাগেনি তাদের। তারপর বছর ছয়েকের প্রেম। রণবীর এবং দীপিকার বাস্তবের সেই প্রেমের ঝলক পর্দাতেও একাধিকবার দেখা গেছে। 'রাম-লীলা'-র পর 'বাজিরাও মাস্তানি', 'পদ্মাবত', '৮৩' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন তারা। পর্দায় তাদের জমজমাট রসায়ন নজর কেড়েছে দর্শকেরও। এখন রণবীর এবং দীপিকা বিবাহিত। পাঁচ বছরের সংসার তাদের। রণবীর ও দীপিকার প্রেমে এখনও মজেন অনুরাগীরা। তা সত্ত্বেও রণবীরের সঙ্গে তার রসায়ন নাকি একেবারেই পছন্দ নয় দীপিকার!

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। করন জোহরের 'কফি উইথ করন'-এর প্রথম পর্বেই কফি কাউচে দেখা যেতে চলেছে রণবীর এবং দীপিকাকে। সেখানে এসেই নিজের মনের দুঃখের কথা জানান রণবীর। রণবীরের দাবি, তাদের দু'জনের রসায়ন নাকি একেবারেই মনে ধরে না দীপিকার। রণবীরের কথায়, "দীপিকার মনে হয় তাকে রণবীর কাপুরের সঙ্গে খুব ভাল মানায়, আর আমাকে আনুশকা শর্মার সঙ্গে। আমি দীপিকাকে ভুল প্রমাণ করে দেখাব!" তবে এখন দীপিকার পছন্দের নায়কের তালিকায় জুড়েছে আরো এক তারকার নাম। দীপিকা বলেন, "আমার মনে হয়, হৃতিক রোশনের সঙ্গে আমার রসায়ন বেশ নজরকাড়া। সেটা 'ফাইটার'-এ সবাই দেখতেই পাবেন।"

২০১২ সালে দীপিকার প্রেমে পড়ার বছর তিনেকের মাথায়, ২০১৫ সালেই নাকি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রণবীর। 'কফি উইথ করন'-এর অষ্টম সিজনে সেই গোপন তথ্যও ফাঁস করেন দীপিকা। ২০১৫ সাল থেকেই নাকি একে অন্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন তারা। রণবীরের কথায়, "কেউ সুযোগ নেওয়ার আগেই আমি চটি রেখে জায়গা দখল করে নিয়েছিলাম!" রণবীরের কথার রেশ ধরেই হাসিমুখে দীপিকা বলেন, 'একেবারে অ্যাডভান্স বুকিং!'

অর্জুনের সঙ্গে ব্রেকআপ নিয়ে এবার মুখ খুললেন মালাইকা

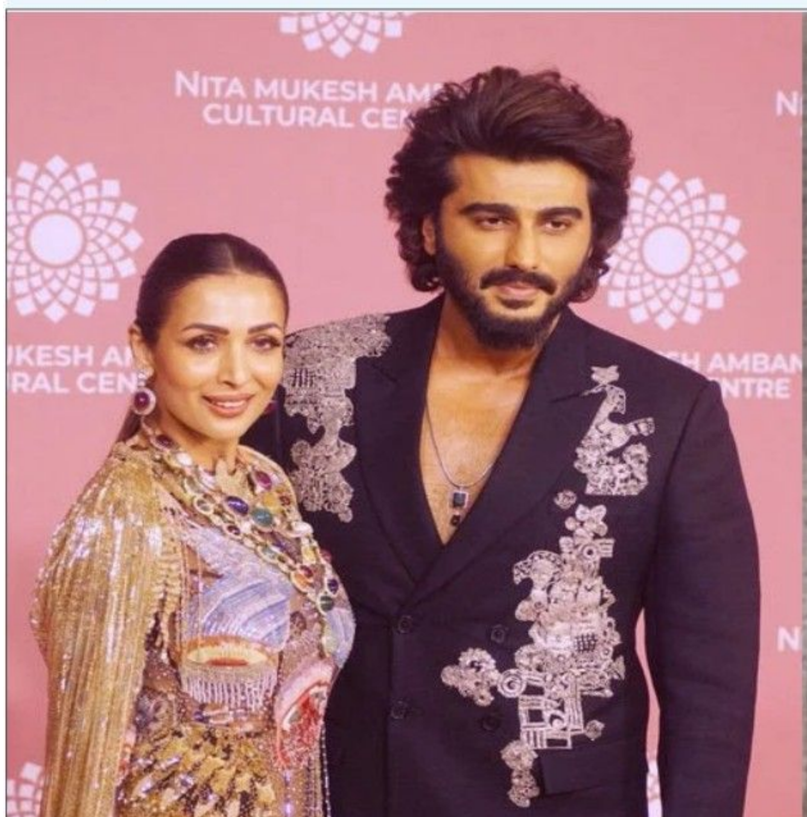

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সদ্য ৪৮ বছরে পা দিয়েছেন মালাইকা অরোরা। কাছের মানুষদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করলেও দেখা যায়নি প্রেমিক অর্জুন কাপুরকে। জন্মদিনের উদযাপনের একাধিক ছবি সমাজমাধ্যমের পাতায় পোস্ট করেন মালাইকা। সেই ছবিতে অনুপস্থিত অর্জুন। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় মালাইকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি অর্জুন। এমনকি, সেই পোস্টে মালাইকাকে 'বেবি' বলেও সম্বোধন করেন তিনি। তাতে কি মন গলল অভিনেত্রীর?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মিলল সেই প্রশ্নের জবাব। ওই সাক্ষাৎকারে মালাইকাকে প্রশ্ন করা হয় তার এবং অর্জুনের সমীকরণ নিয়ে। প্রশ্ন শুনেই সামান্য অস্বস্তিতে পড়েন বলিউডের তথাকথিত সাহসী নায়িকা। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে মালাইকা বলেন, আমি এই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি এমন একটা সময়ে রয়েছি... আমি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে স্রেফ তখনই কথা বলি, যখন না বলে আর উপায় থাকে না। আমার কোনও সাফাই দেওয়ার নেই, কারণ এ নিয়ে যা কিছু বলার ছিল, তা আগেই বলা হয়ে গিয়েছে।'

এতেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি সত্যিই চিড় ধরেছে তাদের সম্পর্কে? মালাইকার কথায় তেমনই আভাস পাচ্ছেন নেটিজেনরা। এদিকে, মাসখানেক ধরে বলিউড সরগরম মালইকা এবং অর্জুনের বিচ্ছেদের গুঞ্জনে। আগস্ট মাসের শেষের দিকে বিচ্ছেদের সেই জল্পনা ধামাচাপা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টাও করেন মালাইকা এবং অর্জুন। এক রবিবার দুপুরে মালাইকাকে সঙ্গে নিয়ে লাঞ্চ ডেটে গিয়েছিলেন বনি-পুত্র। সেই দিন রাতেই আবার ডিনার ডেটেও দেখা যায় যুগলকে। তার পরে ফের মাস খানেকের বিরতি। গোটা সেপ্টেম্বর মাসে একবারও একসঙ্গে দেখা যায়নি যুগলকে। অক্টোবরের শুরুতে এক অনুষ্ঠানে এক ফ্রেমে ধরা দিয়েছিলেন মালাইকা ও অর্জুন। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে মালাইকার ফ্যাশন শোয়ে দেখা যায়নি অর্জুনকে।

এবার তারা সুতারিয়ার সঙ্গে কার্তিকের প্রেমের গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অনেক দিন ধরেই তাদের নিয়ে জল্পনা! প্রায়ই তাদের একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। কথা হচ্ছে কার্তিক আরিয়ান, তারা সুতারিয়াকে নিয়ে। গুঞ্জন উঠেছে তারা প্রেম করছেন। সপ্তমীর সন্ধ্যায় এক প্রথম সারির রেস্তোরাঁ থেকে বের হতে দেখা গেল তাদের। যা দেখে জল্পনা বেড়েছে। কার্তিক-তারার এই যুগলবন্দি নিয়ে সিনেমহল্লার নানা ধারনা। কিছু মানুষের মতে, সবটাই নাকি 'আশিকী ৩'-এর প্রচার। পরিচালক অনুরাগ বসু নায়ক হিসেবে কার্তিককে বেছেছেন। নায়িকার নাম ঘোষণা করেননি। তারা-ই কি তাহলে ছবির নায়িকা? হয়তো পূজার পরে নাম জানাবেন অনুরাগ। কিন্তু কার্তিক আগে থেকেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।

এ কারণেই সম্ভবত তাদের একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। বাকিদের দাবি, একেবারেই তা নয়। বরং বাস্তবেও কার্তিকের 'আশিকী ৩' দশা চলছে। সারা আলি খানের পরে অনন্যা পাণ্ডে। এবার তারা সুতারিয়া। তারই ঝলক দেখছেন সবাই। বলিউডের হট ডিভা ছাড়া নায়কের মনেই ধরে না!

অধিনায়কত্ব

ফুলের বিছানা নয়, বাবরকে শহীদ আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পাকিস্তানের হারের পর সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকেই বাবর আজমের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদিও কথা বলেছেন।

সামা টিভির এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তান দলের পারফরম্যান্স ও বাবরের অধিনায়কত্বে হতাশ আফ্রিদি বলেন, 'অধিনায়কত্ব ফুলের বিছানা নয়। দলের মধ্যে অধিনায়কই সবকিছু। তাই অধিনায়ক উজ্জীবিত না থাকলে দলের ভালো করার কোনো সুযোগ নেই।'

আফগানিস্তান ম্যাচে বাবরের শরীরী ভাষার সমালোচনা করে শহীদ আফ্রিদি বলেন, নেতৃত্বের ধরন না বদলালে বাবর দলকে ম্যাচ জেতাতে পারবেন না।

বোর্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে

পাল্টা শর্ত দিলেন স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে রয়েছে ইংল্যান্ড। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের কোনও কিছুই ঠিক মতো হচ্ছে না ভারতের মাটিতে। এর মধ্যেই ইংরেজদের ক্রিকেটে নতুন ডামাডোল। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে নিজের পছন্দের শর্ত দিলেন বেন স্টোকস।

এক দিনের ক্রিকেট থেকে স্টোকস অবসর নিয়েছিলেন আগেই। জস বাটলারের অনুরোধে বিশ্বকাপের জন্য অবসর ভেঙে ফিরেছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। বিশ্বকাপে সেভাবে মাঠে না নেমেও তিনি শিরোনামে উঠে এসেছেন অন্য একটি কারণে। ইসিবির দেওয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন স্টোকস।

এবার নতুনভাবে কেন্দ্রীয় চুক্তি করতে চাইছেন ইসিবি কর্তারা। ১৮ জন ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাদের একাধিক বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিন জন ক্রিকেটারকে তিন বছরের এবং ১৫ জনকে দু'বছরের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আট জন ক্রিকেটারকে দেওয়া হয়েছে এক বছরের চুক্তির প্রস্তাব। প্রথম তালিকায় ছিলেন স্টোকসও। কিন্তু তিনি বোর্ডের তিন বছরের চুক্তির প্রস্তাবে রাজি হননি। ক্রিকেট কর্তাদের স্টোকস জানান, এক বছরের চুক্তি করতে চান। গত অ্যাশেজ সিরিজের পর স্টোকস বলেছিলেন, অন্তত ২০২৭ সালের অ্যাশেজ পর্যন্ত খেলতে চান। তার পর অবসরের কথা ভাববেন। তিনি বলেছিলেন, 'এখন আমার বয়স ৩২। একটা সময় তো থামতেই হবে। আমি বাস্তব মেনে চলতে পছন্দ করি। আমার কিছু লক্ষ্য রয়েছে। দলের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। আশা করি, আগামী তিন-চার বছর সে ভাবে খেলতে পারব।'

অবসর ভেঙে সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরা স্টোকসকে আরও কিছু দিন চাইছিলেন ইসিবি কর্মকর্তারা। কিন্তু চুক্তি নিয়ে স্টোকসের মতামত জানার পর সেই আশা কার্যত ছেড়ে দিয়েছেন তারা।

বিশ্বকাপে সাফল্যের মন্ত্র

ফাঁস করলেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে দারুণ ফর্মে বিরাট কোহলি। পাঁচ ম্যাচে ৩৫৪ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীর তালিকায় দুই নম্বরে রয়েছেন। এবার নিজের ধারাবাহিকতার রহস্য ফাঁস করলেন কোহলি। বিশ্বকাপ সম্প্রচারকারী চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে নিজের মনের কথা জানান ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। কোনও গোপনীয়তা না রেখেই নিজের সাফল্যের রহস্য তুলে ধরলেন। তিনি জানান, প্রতিনিয়ত উন্নতি করার তাগিদই তার মূল মন্ত্র। এটাই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিরাট বলেন, প্রতিনিয়ত উন্নতি করার দিকে ফোকাস করি। কঠোর পরিশ্রম করি। প্রত্যেক প্র্যাকটিসে, সারা বছর, প্রত্যেক মৌসুম একই কাজ করে যাই। যাতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারি। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সেরাটা দিতে পারি।

তরুণ প্রজন্মের জন্য বার্তাও দেন কোহলি। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সাফল্য পেতে দায়বদ্ধতা থাকা জরুরি। একইসঙ্গে লক্ষ্য সেট করে এগুতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিরাট বলেন, ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইলে দায়বদ্ধতা থাকতেই হবে। লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে। তবেই টার্গেটে পৌঁছনো যায়। যা একটা আলাদা তৃপ্তি। সেটা পেতে পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হয়। শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ছোটেন না বিরাট। বরং প্রতিনিয়ত উন্নতি করাই তার লক্ষ্য। এমনই দাবি করেন আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার। বিরাট বলেন, আমি প্রতি মুহূর্তে উন্নতি করতে চাই। নিজেকে আরও ভাল করতে চাই। শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে ছুটি না। এক্সেলেন্স কাকে বলে সেটা আমার ঠিক জানা নেই। তার কোনও শেষ নেই। এই বিষয়ে মাপকাঠিও সেট করা যায় না। তাই শুধু নিজের উন্নতিতে ফোকাস করি। এটাই আমাকে দিনের পর দিন পারফর্ম করতে সাহায্য করে। দায়বদ্ধতা তৈরি হয়ে গেলে নিজের সেরাটা এমনিই বেরিয়ে আসে।

হার দিয়ে মৌসুম

শেষ করল মেসির মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আমেরিকার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজেদের শেষ ম্যাচে শার্লট এফসির মুখোমুখি হয় মায়ামি। ফ্লোরিডার ক্লাবটি মাঠ ছেড়েছে ১-০ ব্যবধানে হার নিয়ে। ম্যাচের পুরোটা সময় লিওনেল মেসি মাঠে থাকলেও মায়ামি ফলাফল পরিবর্তন করতে পারেনি।

এদিন ম্যাচের মাত্র ১৩ মিনিটেই কেরউইন ভারগাসের গোলে লিড পায় শার্লট। শেষ পর্যন্ত সেই গোলটি তাদের জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। যদিও প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচজুড়ে বল দখলে এগিয়ে ছিলেন মেসিরা। ৬১ ভাগ বল পজিশনে রেখে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পাননি মেসিরা। অন্যদিকে, আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে মায়ামির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে শার্লটও। মায়ামিকে তারা লিগে দশম হারের তেতো স্বাদ দিয়েছে।

বিরতির পর মেসির ফ্রি-কিক থেকে মায়ামির গোল পাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় শার্লটের গোলবার। মেসি দ্বিতীয়ার্ধে অনেক চেষ্টা করেছেন মায়ামিকে ম্যাচে ফেরানোর। মাঠে নেমেই দারুণ এক চিপে তিনি লক্ষ্যভেদও করেছিলেন। কিন্তু মেসির সেই গোল বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের ফাঁদে। বাকি সময়েও এই মহাতারকা চেষ্টা করেছিলেন মায়ামিকে ম্যাচে ফেরানোর, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া হয়নি।

রোনালদোর জোড়া গোলে

আল নাসেরের জয়

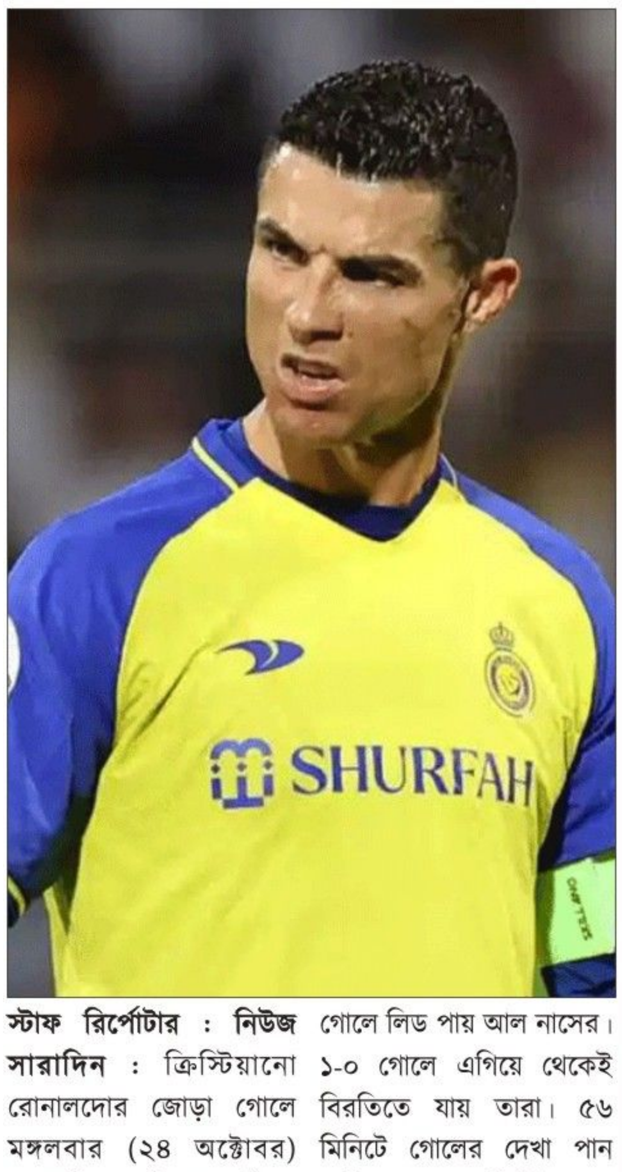

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলে মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কাতারি ক্লাব আল দুহাইলের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতল আল নাসের রিয়াদে দুহাইলের বিপক্ষে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। নাসর ৩-০ গোলের লিড পেলেও দুহাইল ব্যবধান ৩-২ করে ফেলে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু রোনালদোর দারুণ এক গোলে শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত হয় সৌদি ক্লাবটির।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর অ্যাসিস্টে থেকে তালিস্কার গোলে লিড পায় আল নাসের। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় তারা। ৫৬ মিনিটে গোলের দেখা পান সাদিও মানে। ৬১ মিনিটে গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন রোনালদো নিজে। এরপর দুহাইলের টানা দুই গোল।

৬৩ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে আল নাসের। চার মিনিট পর আবারও একই ঘটনা। মিনিট দশেক পর রোনালদো গোল করলে নাসেরের পক্ষে ব্যবধান দাঁড়ায় ৪-২ এ। ৮৫ মিনিটে আরেকটি গোল করে দুহাইল। শেষ পর্যন্ত আর কেউ গোল না পাওয়ায় জয় নিশ্চিত হয় নাসেরের।

জয়ের ধারা বজায় রেখেছে রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়নস লিগে জয়ের ধারা বজায় রেখেছে। এবার পর্তুগিজ ক্লাব ব্রাগাকে হারালো কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। লড়াই জমিয়ে তোলার আভাস দিলেও শেষমেশ টিকতে পারেনি ব্রাগা। জুড বেলিংহ্যাম ও রুদ্রিগোর গোলে ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে 'লস ব্লাঙ্কোস'রা।

২৪ অক্টোবর রাতে ম্যাচের শুরু থেকেই নিজেদের দখলে বল রেখে খেলতে থাকে রিয়াল। তাতে ম্যাচের প্রথম শটেই এগিয়ে যায় তারা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে পাস দেন নাচো ফার্নান্দেজ। ডি-বক্সে ঢুকে ভিনিসিয়াস পাস বাড়ান রুদ্রিগোকে। স্লাইড করে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। প্রথমার্ধে দুই দল আরও কয়েকটি আক্রমণ শাণায়। তবে জাল খুঁজে নিতে ব্যর্থ হয়। তাতে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রিয়াল।

দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ পেয়েছিলেন বেলিংহ্যাম। তবে ইংলিশ এই মিডফিল্ডারের শট কোনোমতে এক হাত দিয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান ব্রাগা গোলরক্ষক। এর খানিক বাদেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে রিয়াল। ৬১তম মিনিটে আরেকটি দারুণ বোঝাপারায় আক্রমণে ওঠেন ভিনিসিয়াস। বাঁ দিক থেকে তার বাড়ানো পাস বক্সের মুখে পেয়ে যান বেলিংহ্যাম। বল পায়ে রেখে খানিক এগিয়ে মাটি কামড়ানো নিচু শট নেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি ব্রাগা গোলরক্ষক।

এ নিয়ে রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিন ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই একবার করে জালের দেখা পেলেন বেলিংহ্যাম। লা লিগাতেও নিয়মিত গোল করে চলেছেন তিনি। ৯ ম্যাচে ৮ গোল নিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করেছেন এই তরুণ। বেলিংহ্যামের গোলের পরপরই এক গোল শোধ করে ব্রাগা। বক্সে সিমোন বাঙ্গার পাস পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় জোরালো শটে কাছের পোস্ট দিয়ে স্কোরলাইন ২-১ করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড দিয়ালো। বাকি সময়ে নিজেদের রক্ষণ সমুন্নত রেখে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

বিশ্বকাপ ধামাকা

পাকিস্তানের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস

জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আজ কার্যত জয়ের বিকল্প ছিল না বাবর আজমদের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানের দেওয়া ২৭০ রানের টার্গেট নিয়ে মাঠে নামে দক্ষিণ আফ্রিকা। রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচে ৪৭.২ ওভারে ১ উইকেট হাতে রেখে ২৭১ রান করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা।

শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) চেন্নাইয়ের এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। বাবর আজম ও সৌদ শাকিলের ফিফটিতে ২৭০ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। বাবর ৬৫ বলে ৫০ ও শাকিল ৫২ বলে ৫২ রান করেন।

২৭১ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরু আভাস দেন দুই প্রোটিয়া ওপেনার টেম্বে বাভুমা ও কুইন্টন ডি কক। তবে দলীয় ৬৭ রানের মধ্যে আউট হন এই দুই ওপেনার। ডি কক ১৪ বলে ২৪ ও বাভুমা ২৭ বলে ২৭ রান করেন। এরপর রাসিন ভ্যান ডুসেন ও এইডেন মার্করাম মিলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন। তবে দলীয় ১২১ রানে ৩৯ বলে ২১ রান করে আউট হন। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে একপাশ আগলে রেখে অর্ধশতক তুলে নেন মার্করাম। একাই প্রোটিয়াদের লড়াইয়ে রাখেন এই ব্যাটার।

তবে দলীয় ২৫০ রানে ৯৩ বলে ৯১ রান করে আউট হন মার্করাম। তাকে আউট করে পাকিস্তানকে ম্যাচে ফেরান উসামা মির। মার্করামের বিদায়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকার আরও দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলে পাকিস্তান। তবে কেশব মহারাজ ও তাবরিশ সামশির ব্যাটে ভর করে ১৬ বলে হাতে রেখে ১ উইকেটে জয় পায় প্রোটিয়ারা।

মহারাজ ২১ বলে ৭ ও সামশি ৬ বলে ৪ রানে অপরাজিত থাকেন। পাকিস্তানের পক্ষে শাহিন আফ্রিদি নেন ৩টি উইকেট।

সালাহর জোড়া গোলে

লিভারপুলের জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রাতে লিভারপুল ২-০ গোলে হারিয়েছে দশজনের দল এভারটনকে। এই জয়ে ৯ ম্যাচ থেকে ২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান নিয়েছে অলরেডরা।

এদিন অবশ্য প্রথমার্ধে কোনো গোলের দেখা পায়নি লিভারপুল। যদিও ম্যাচের ৩৭ মিনিটে এভারটন দশজনের দলে পরিণত হয়। এ সময় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তাদের ফুলব্যাক অ্যাশলে ইয়াং। দশজন নিয়েও লিভারপুলের সঙ্গে দারুণ লড়াই করে দ্য টফিসরা।

গোল মিসের মহড়া শেষে ৭৫ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এ সময় পেনাল্টি পায় তারা। পেনাল্টি থেকে গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। ম্যাচের যোগ করা সময়ে (৯০+৭) আরও একটি গোল করেন তিনি। এ সময় নুনেজের বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে বাম পায়ের শটে জালে জড়ান মিশরীয় এই স্ট্রাইকার। তাতে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে জার্গেন ক্লপের দল।

বৃহস্পতিবার রাতে উয়েফা ইউরোপা লিগের ম্যাচে ফ্রান্সের ক্লাব তুলুজের মুখোমুখি হবেন সালাহ-নুনেজরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR